দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 OCT 2002 পৃষ্ঠা ২

রাবি ছাত্রী হলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শিবিরের নীলনক্সা

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির এক সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ বিশেষ করে মন্নুজান হলে তারা জোরালো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। শিবির তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজে লাগাচ্ছে তাদের সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও উগ্র মৌলবাদী সংগঠন আল হিকমার সদস্যদের। তারা এ ক্ষেত্রে পবিত্র কোরান শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে বেছে নিয়েছে। মন্নুজান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের জানান, হলে কোরান শিক্ষার জন্য গত ২৮ সেপ্টেম্বর মুর্শিদা খাতুন (কক্ষ নং-৪২১), নাজমা আক্তার (কক্ষ নং-৩৩৮), লতিফা নাজনীন (কক্ষ নং-৪২১) ও তানিয়া (কক্ষ নং-৩২৩) এই ক'জনের স্বাক্ষরে একটি আবেদন পেশ করা হয়। তাতে প্রশিক্ষক হিসাবে বহিরাগত একজনের নাম উল্লেখ করা হয়। তবে তিনি ঐ আবেদন নাকচ করে দেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি এও অভিযোগ করেন যে, হলে বাইরের প্রশিক্ষক এনে কোরান শিক্ষা দেয়ার জন্য সহকারী প্রক্টর মাইনুদ্দীন চিশতি গত ১৮ অক্টোবর তাঁকে টেলিফোনে চাপ প্রয়োগ করেন। এক পর্যায়ে সহকারী প্রক্টর তাঁকে এই বলে হুমকিও দেন যে, তাদের কথা অনুযায়ী পদক্ষেপ না নিলে বিভিন্ন পত্রিকায় হল সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করা হবে। আর এর পরই মৌলবাদ সমর্থিত ইনকিলাব ও সংগ্রামসহ স্থানীয় প্রথম প্রভাতে মন্নুজান হলে বামপন্থীদের ঘাঁটি, হল প্রভোস্টের হুমকি ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মন্নুজান হল শাখার সভাপতি মৌসুমী নাসরিন সাংবাদিকদের জানান, ওই সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলো সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা এবং এ জন্য আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে হল কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত দিয়েছি। হলের কয়েকজন সাধারণ ছাত্রীর

মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে কোরান শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়

সঙ্গে কথা বললে তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, গত ৫ বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রগতিশীল ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা দমন করতেই ইসলামী ছাত্রী সংস্থা বহিরাগত মহিলাদের নিয়ে ওই সব রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এদিকে, টেলিফোনে হল প্রভোস্টকে বিভিন্ন ভাষায় চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক মাইনুদ্দীন চিশতির সঙ্গে শনিবার বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ ও ২৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চত্বরে শিবির ক্যাডাররা প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মী, সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে। এর পর পরই শিবির ক্যাডারদের শাস্তির দাবিতে প্রায় ১০ দিন ক্যাম্পাস উত্তপ্ত থাকে। আন্দোলনের পুরোটাই ৪টি ছাত্রী হল নিয়ন্ত্রণ করে। এ ক্ষেত্রে মন্নুজান হল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তবে হামলায় শিবির ক্যাডাররা পুরোপুরি জড়িত থাকার কারণে ছাত্রদলের নেতানেত্রী নীরবতা পালন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র শিবির ছাত্রী হলগুলো টার্গেট করে এবং কৌশলে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে মোতাবেক তারা ছাত্রী হলে তাদের মহিলা সংগঠন ছাত্রী সংস্থাকে ঢেলে সাজায় এবং বাইরে থেকে আল হিকমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাকে দেড় মাস পূর্বে ১৫ সেপ্টেম্বর হলগুলোতে প্রবেশ করায়। হলগুলোতে সাংগাঠনিক কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর হল প্রভোস্টের কাছে একই স্বাক্ষরে মুর্শিদা খাতুন (কক্ষ নং-৪২১), নাজমা আক্তার (কক্ষ নং-৩৩৮), লতিফা নাজনীন (কক্ষ নং-৪২১) ও তানিয়া (কক্ষ নং-৩২৩) তালিমুল কোরান শিক্ষার জন্য বহিরাগতদের হলে প্রবেশের আবেদন করে। হল প্রভোস্টের কাছে জমা দেয়া দরখাস্ত থেকে জানা যায়, 'আমরা মন্নুজান হলের আবাসিক ছাত্রী। আমাদের একটি কোরান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রীকে হলে এসে নামাজ ঘরে শিক্ষা দেয়ার জন্য আবেদন করছি।'

এদিকে, শনিবার মন্নুজান হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। তিনি জানান, যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রী হলে আল কোরান শিক্ষা দেবার জন্য একজন মুয়াল্লিমা নিযুক্ত রয়েছেন সে ক্ষেত্রে বাহির থেকে আমরা কোরান প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে পারি না। এতে বর্তমানে নিযুক্ত মুয়াল্লিমার চাকরি নিয়ে সমস্যা হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এত টাকা দিয়ে তাঁকে রেখেছে বা কেন?' তিনি আরও জানান, 'গত ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় সহকারী প্রক্টর মাইনুদ্দীন চিশতি টেলিফোনে তাকে বাইরের প্রশিক্ষক এনে কোর্স পরিচালনার অনুমতি দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। এক পর্যায়ে সহকারী প্রক্টর এই বলে হুমকি দেন, তাঁদের কথা অনুযায়ী পদক্ষেপ যা নিলে বিভিন্ন পত্রিকায় হলের বিষয়ে সংবাদ ছাপানো হবে। এর পর থেকেই ইনকিলাব, সংগ্রাম ও স্থানীয় প্রথম প্রভাতে মন্নুজান হলে বামপন্থীদের ঘাঁটি, হল প্রভোস্টের হুমকি ইত্যাদি সংবাদ পরিবেশন করা হয়।' হলে এসব কার্যক্রমে কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যেহেতু আমাকে হল কর্তৃপক্ষের বাইরের একজন চাপ প্রয়োগ করছে সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি এর ভিতর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।